সব দল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু ভাবছে শিক্ষা খাতকে

এম এইচ রবিন
০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:০০ এএম

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলই শিক্ষা খাতকে সামনে এনেছে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। আধুনিক, কর্মমুখী, নৈতিকতাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি মিলছে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং এবি পার্টির ইশতেহারে। তবে প্রতিশ্রুতির ব্যাপ্তি যত বড়, বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জও তত গভীরÑ এমনই বলছেন শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্টরা।

প্রতিশ্রুতির পরিসর : নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক অঙ্গনে শিক্ষা খাত যেন প্রতিশ্রুতির প্রধান মঞ্চে পরিণত হয়েছে। কোথাও প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, কোথাও জাতীয়করণ ও স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর প্রতিশ্রুতি, আবার কোথাও নারী শিক্ষা, কারিগরি দক্ষতা, তৃতীয় ভাষা শিক্ষা কিংবা ধর্মীয় ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ডিজিটাল ক্লাসরুম, মিড-ডে মিল, ভর্তি ফি বাতিল, সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ, শিক্ষকতার মর্যাদা বৃদ্ধি, অভিভাবক সম্পৃক্ততাÑ প্রতিটি ইশতেহারেই এসব ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে প্রতিশ্রুতির বহর যত বিস্তৃত, বাস্তবায়নের সক্ষমতা, অর্থায়ন, প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও নীতির ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্নও তত জোরালোভাবে সামনে আসছেÑ যা শিক্ষা সংস্কারের এই প্রতিযোগিতাকে একই সঙ্গে সম্ভাবনাময় ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ করে তুলেছে।

বাস্তবায়নের বড় চ্যালেঞ্জগুলো : শিক্ষাবিদদের মতে, প্রথম চ্যালেঞ্জ অর্থায়ন ও সক্ষমতা। শিক্ষাবিদ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমেদ বলেন, জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দ বা জাতীয়করণ সবই রাজনৈতিকভাবে আকর্ষণীয়, কিন্তু রাজস্ব সক্ষমতা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি ছাড়া এগুলো কাগজেই থেকে যাবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষক সংকট ও প্রশিক্ষণ। ডিজিটাল ক্লাসরুম, কারিগরি শিক্ষা কিংবা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক। রামপুরার স্কাই লাইন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিসেস শাহিন বলেন, ট্যাব দিলেই ডিজিটাল শিক্ষা হয় না। শিক্ষককে সময়, প্রণোদনা ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ না দিলে ফল মিলবে না।

তৃতীয় চ্যালেঞ্জ নীতির ধারাবাহিকতা ও সমন্বয়। বাংলাদেশে শিক্ষানীতি বদলায়, কিন্তু বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ থাকে। শিক্ষা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা বলেন, নতুন কমিশন গঠন করা হয়, কিন্তু আগের সুপারিশগুলো উপেক্ষিত থেকে যায়। এখানে রাজনৈতিক ঐকমত্য জরুরি।

চতুর্থত, সামাজিক ও ভৌগোলিক বৈষম্য। দুর্গম এলাকায় মিড-ডে মিল, ফ্রি ওয়াই-ফাই বা তৃতীয় ভাষা শিক্ষা চালু করা সহজ নয়। শিক্ষা উদ্যোক্তা মিজানুর রহমান বলেন, শহর ও গ্রামের বাস্তবতা এক নয়; তাই একক নীতিতে সবার জন্য সমাধান সম্ভব নয়। বিশেষ করে দেশের কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা ক্ষেত্রের অবদান অনস্বীকার্য হলেও তা কোনো রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। তিনি আরও যোগ করেন, প্রাথমিক স্তরের এই শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণই ভবিষ্যতের শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও আত্মনির্ভরতার ভিত্তি স্থাপন করে। তাই এটিকে নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা জরুরি।

বাস্তবায়নের জন্য করণীয় : বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রথমেই প্রয়োজন বাস্তবসম্মত রোডম্যাপ। কোন প্রতিশ্রুতি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়ন হবেÑ তা স্পষ্ট করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষককে কেন্দ্র করে সংস্কার। বেতন, মর্যাদা, প্রশিক্ষণ ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ছাড়া কোনো সংস্কার টেকসই হবে না। তৃতীয়ত, কারিগরি ও উচ্চশিক্ষার সঙ্গে শ্রমবাজারের সরাসরি সংযোগ। এনসিপির ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাবকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন অনেকেই। চতুর্থত, ডেটা ও জবাবদিহি। কোন কর্মসূচিতে কী ফল আসছেÑ তা নিয়মিত প্রকাশ না হলে আস্থা তৈরি হবে না।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শারমিন আক্তার বলেন, আমরা প্রতিশ্রুতি শুনতে চাই না, বাস্তব দক্ষতা চাইÑ যাতে পড়াশোনা শেষ করেই কাজ পাওয়া যায়।

বিশেষজ্ঞের মতে, নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষা খাতের এই প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। তবে প্রতিশ্রুতির রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবায়নের রাজনীতিতে যেতে না পারলে শিক্ষিত বেকারত্ব, বৈষম্য ও মানহীনতার বৃত্ত ভাঙা যাবে না। শিক্ষা যদি সত্যিই অগ্রাধিকার হয়, তবে তা প্রমাণ করতে হবে বাজেট, প্রশাসনিক সাহস এবং দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ঐকমত্যের মাধ্যমে।

শিক্ষা খাত